# স্টাডি মেটিরিয়াল

## ১. গান্ধীজীর সর্বোদয় (Sarvodaya) সম্পর্কে আলোচনা করো।

গান্ধীজি রাস্কিনের লেখা 'unto this last' গ্রন্থটি গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করে নাম দেন সর্বোদয়। সর্বোদয় শব্দের অর্থ হল সবার উদর বা সবার কল্যাণ। গান্ধীজির রাস্কিনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষে উক্ত ধারণা প্রয়োগের গুরুত্ব অনুভব করেন। ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনের জন্য সর্বোদয় সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আর এর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভারতবাসীর মধ্যে উক্ত ধারণা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। গান্ধীজির মতে, সর্বোদয় বলতে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির হিত সাধন নয়, সকল ব্যক্তির হিত সাধন। ভারতবর্ষের সকল ব্যক্তির হিতসাধন করার জন্য তিনি ১৮ দফা কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব দেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রস্তাব হল (১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন (৩) খাদি ও অন্যান্য গ্রাম্যশিল্প (৪) গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থা (৫) বুনিয়াদী শিক্ষা (৬) শিক্ষার ও স্ত্রীজাতির উন্নয়ন (৭) অর্থনৈতিক সাম্য (৮) কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন। (৯) কুষ্ঠরোগী সেবা ও কুষ্ঠরোগ প্রতিকার ইত্যাদি।

গান্ধীজির মতে, সর্বোদয় সমাজের ঐশ্বর্য হবে অহিংসা, সেবা ও প্রেম। মানুষ কর্মফল ভোগী না হয়ে হবে কর্মযোগী। তাঁর স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা রাজনীতির দ্বারা নয় লোকনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। গান্ধীজির মতে, সকলের কল্যাণের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শ্রমের মূল্য যেন এক হয়। অর্থাৎ ডাক্তার বা উকিল শ্রমের জন্য যে মূল্য বা অর্থ পাবে, একজন নাপিত বা মেথরও তাদের শ্রমের জন্য একই অর্থ বা মূল্য পাবে। সকলের শ্রমের মূল্য হবে এক বা সমান। তাহলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের কোন বৈষম্য থাকবে না। বিষয় সম্পত্তির মালিক ও অছি হিসাবে কাজ করে সকলের সঙ্গে সমমূল্য গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করবে।

ভারতবর্ষ গ্রাম্য প্রধান। সেজন্য গ্রামের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য প্রতিটি গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। শিক্ষা, প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও বন্টনে গ্রাম যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলে গ্রামের উন্নতি সম্ভব। সর্বোপরি নারীজাতির উন্নতি না হলে সর্বোদয় কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। গান্ধীজির মতে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ-সর্বোদয়ের এই আদর্শগুলি গ্রহণ করে সত্যাগ্রহীকে সমাজ সেবায় নিয়োজিত হতে হবে, তাহলেই প্রতিষ্ঠিত হবে রামরাজ্য বা স্বরাজ বা সর্বোদয় সমাজ।